ইউনিট ৩

হিসাব
Account

ভূমিকা

প্রতিদিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য লেনদেন সংঘটিত হয়। এই লেনদেনগুলো নিয়মানুযায়ী সহায়ক হিসাবের বইতে প্রাথমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু প্রাথমিক হিসাব লিখন থেকে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা বিষয়ে সমস্ত লেনদেনের পরিমাণ জানা যায় না। একই ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা বিষয়ে অনেক লেনদেন সংঘটিত হতে পারে। এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা বিষয়ে সমস্ত লেনদেন একত্রিত না করলে মোট লেনদেনের পরিমাণ জানা সম্ভব হবে না। যেমন ঃ একটি বড় প্রতিষ্ঠানে অনেক ক্রয় বা বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন সংঘটিত হয়। যদি মোট ক্রয় বা বিক্রয়ের পরিমাণ জানতে হয়, তাহলে সমস্ত লেনদেন একত্রিত করতে হবে।

এই ইউনিতে হিসাবের সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাব চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ-১

হিসাবের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ
Definition and Classification of Account

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাবের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- হিসাব খাতের ছক তৈরি করতে পারবেন
- বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হিসাবের সংজ্ঞা (Definition of Account)

হিসাব ইংরেজি শব্দ 'Account' এর বাংলা রূপ যা প্রাচীন ফরাসী শব্দ 'Acconter' থেকে এসেছে। এর অর্থ গণনা করা বা হিসাব রাখা। মূলতঃ 'Account' শব্দটি হিসাবখাতকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

প্রতিটি লেনদেনের দু'টি পক্ষকে যে দু'টি শিরোনামে লেখা হয় তাদের প্রত্যেকটিকে হিসাবখাত বা হিসাব শিরোনাম বলে (Heads of Account)। যেমন, ১,০০০ টাকার মালামাল ক্রয় করা হলো। এখানে দু'টি হিসাবখাত হলো ক্রয় হিসাব এবং নগদান হিসাব। আমরা ক্রয় হিসাব বা নগদান হিসাব বলছি। এতে মনে হচেছ. লেনদেনের দু'টি পক্ষ দু'টি হিসাব কিন্তু এমন হলে বছরের হাজার হাজার লেনদেনের দ্বিগুণ হিসাব লিখতে হবে। এজন্য পক্ষদ্বয়কে হিসাব শিরোনাম বা হিসাবখাত বলা হচ্ছে। তবে সাধারণ অর্থে এটাই হিসাব। প্রতিটি লেনদেন দু'টি হিসাবখাতে বিভক্ত করে জাবেদায় ডেবিট ও ক্রেডিট আকারে লেখা হয়। বছর শেষে দেখা যায় একই শিরোনামে অনেকগুলি ডেবিট/ক্রেডিট জাবেদভুক্ত হয়েছে [বছরে একটি শিরোনামে $^{১}/_{২}$টি হিসাবখাতও জাবেদাভুক্ত হতে পারে]।

উদাহরণস্বরূপ ধরুন, আপনি একজন ব্যবসায়ী। বছরে বিশবার দোকানের জন্য মালামাল কিনেছেন। আবার কিছু মাল ফেরত দিয়ে টাকা নিয়েছেন। বেতন দিয়েছেন। বিভিন্ন ষ্টেশনারী দ্রব্য কিনেছেন। এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। তাহলে বছর শেষে দেখা যাচ্ছে, বিশবার নগদে মালামাল কেনা হয়েছে, তিনবার কিছু মাল ফেরত দেয়া হয়েছে, ১২ বার বেতন দেয়া হয়েছে এবং ৫ বার ষ্টেশনারী দ্রব্য কেনা হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ক্রয় শিরোনামে বিশটি জাবেদা লেখা হচ্ছে, ক্রয় ফেরত শিরোনামে ৩টি জাবেদা লেখা হচ্ছে, বেতন শিরোনামে ১২টি জাবেদা লেখা হচ্ছে, ষ্টেশনারী ক্রয় শিরোনামে ৫টি জাবেদা লেখা হচ্ছে এবং যেহেতু সবগুলো নগদ লেনদেন তাই ৪০টি জাবেদা লেখা হচ্ছে নগদান শিরোনামে।

এক্ষেত্রে একটি খাত ডেবিট ও একটি খাত ক্রেডিট হিসেবে মোট ৮০টি এন্ট্রি লেখা হচ্ছে। আমরা নগদান হিসাব বিবেচনা করি। এখানে ক্রয় সংক্রান্ত ২০টি ক্রেডিট এন্ট্রি, ক্রয় ফেরত সংক্রান্ত ৩টি ডেবিট এন্ট্রি, বেতন সংক্রান্ত ১২টি ক্রেডিট এন্ট্রি এবং ষ্টেশনারী সংক্রান্ত ৫টি ক্রেডিট এন্ট্রি দেখা যাচ্ছে।

তাহলে আপনার নগদান শিরোনামে একটি ছকে ৪০টি ডেবিট/ক্রেডিট আকারে লিখে যোগ-বিয়োগ করে নগদান হিসাবের স্থিতি বের করতে হবে। তাহলে বুঝবেন বছর শেষে নগদান হিসাবে কত টাকা আছে।

এখানে প্রতিয়মান হলো, নগদান একটি শিরোনাম এবং নগদান শিরোনামে ৪০টি শিরোনামের অর্থ একত্রে লিখে যে ছক বা পৃষ্ঠা তৈরী করা হলো এটি একটি হিসাব। মূলতঃ হিসাব একটি খতিয়ান এবং হিসাব শিরোনাম ও হিসাব দু'টি ভিন্ন বিষয়।

এবার আমরা হিসাবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা উল্লেখ করছি ঃ

ক) অধ্যাপক কোহলার এর মতে, "অর্থ অথবা অন্য কোন পরিমাপ এককে প্রকাশিত এবং খতিয়ানে রক্ষিত একটি বিশেষ লেনদেন সম্পর্কিত নিয়মমাফিক রেকর্ডকে হিসাব বলে" ।

খ) অধ্যাপক আর.এন. কার্টারের মতে, "কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু সংক্রান্ত যাবতীয় লেনদেনের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান লিখনকে হিসাব বলে"।

গ) এল.সি ক্রোপার এর মতে, "হিসাব হলো একটি নির্দিষ্ট বিষয় সেবা বা লেনদেনের বিবরণী যা হিসাব রক্ষণের নিয়মানুযায়ী উক্ত বিষয়কে কথা ও অংকে প্রকাশ করে"।

মূলতঃ হিসাব হলো কোন বিষয়ের যাবতীয় লেনদেন তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে লেখা একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী। ইহা প্রতিটি হিসাবখাতের একটি বছরের সামগ্রিক অবস্থা প্রকাশ করে।

হিসাবের ছক বা কাঠামো (Form or Structure of Account)

সমজাতীয় লেনদেনসমূহ একত্রিত করে যথাযথ শিরোনামের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত শ্রেণীবদ্ধ বিবরণীকে হিসাব বলে। এই শ্রেণীবদ্ধ বিবরণী তথা হিসাব নির্দিষ্ট ছকে প্রস্তুত করতে হয়। হিসাবের দু'টি ছক বহুল প্রচলিত।

১। T ছক ও ২। চলমান জের ছক।

১। T ছক (T Form)

হিসাব সংরক্ষণের শুরু থেকে T ছক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি সহজ ও সরল ছক। ইংরেজী T অক্ষরের আকৃতি বলে একে T ছক বলে। নিম্নে T ছকের নমুনা দেয়া হল ঃ

ডেবিট (Dr.) ক্রেডিট (Cr.)

তারিখ Date	বিবরণ Particulars	জাঃ পৃঃ J.F.	পরিমাণ Amount	তারিখ Date	বিবরণ Particulars	জাঃ পৃঃ J.F.	পরিমাণ Amount
লেনদেন সংঘটিত হওয়ার তারিখ	যে হিসাবটি ডেবিট হবে তার নাম	জাবেদার পৃষ্ঠা নম্বর	ডেবিট হিসাবের অর্থ মূল্যের পরিমাণ	লেনদেন সংঘটিত হওয়ার তারিখ	যে হিসাবটি ক্রেডিট হবে তার নাম	জাবেদার পৃষ্ঠা নম্বর	ক্রেডিট হিসাবের অর্থ মূল্যের পরিমাণ

হিসাবের ছকটিকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। বাম দিকের অংশকে ডেবিট এবং ডান দিকের অংশকে ক্রেডিট বলা হয়। উভয় পার্শ্বে ৪টি করে ঘর করা হয়। যথা ঃ তারিখ, বিবরণ, জাবেদা পৃষ্ঠা ও টাকার পরিমাণ। হিসাব প্রস্তুতের সময় ঘরগুলো সঠিকভাবে পূরণ করতে হয়। যে হিসাবের বইতে হিসাবসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে খতিয়ান বলে।

২। চলমান জের ছক (Continuous Balance Form)

আধুনিক বিশ্বে T ছক এর ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে এবং চলমান জের ছকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিটি লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সাথে সাথে হিসাবের জের জানা যায় বলে এই ছকটিকে জের ছক বলা হয়। নিম্নে চলমান জের ছক দেখানো হল ঃ

হিসাবের নাম

তারিখ Date	বিবরণ Particulars	জাবেদা পৃষ্ঠা Journal Folio	ডেবিট (Debit) টাকা	ক্রেডিট (Credit) টাকা	উদ্বৃত্ত (Balance) টাকা
লেনদেন সংঘটিত হওয়ার তারিখ	যে হিসাবের দ্বারা এই হিসাবের পরিবর্তন হয় তার নাম	জাবেদা পৃষ্ঠা নম্বর	লেনদেনের ডেবিট হিসাবের অর্থ মূল্য	লেনদেনের ক্রেডিট হিসাবের অর্থ মূল্য	জেরের পরিমাণ (ডেঃ/ক্রেঃ)

হিসাবের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Account)

সাধারণতঃ প্রতিটি লেনদেনের সাথে সংশ্লিস্ট হিসাব দু'টি চিহ্নিত করে তাদের একটিকে ডেবিট ও অন্যটিকে ক্রেডিট করে প্রাথমিক হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। হিসাবের ডেবিট এবং ক্রেডিট সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য হিসাবের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। হিসাবকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-ক) ব্যক্তিবাচক হিসাব ও খ) অব্যক্তিবাচক হিসাব।

ক) ব্যক্তিবাচক হিসাব (Personal Account)

যে সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয় সেই সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে যে হিসাব রাখা হয় তা ব্যক্তিবাচক হিসাব। বাকীতে পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে দেনা ও পাওনা থাকে। এই সব দেনাদার বা পাওনাদারের হিসাবকে ব্যক্তিবাচক হিসাব বলে। যেমন ঃ করিম হিসাব, জনতা ব্যাংক হিসাব, কালাম এন্ড কোং হিসাব ইত্যাদি। ব্যক্তিবাচক হিসাব দুই প্রকার ঃ

১) **দেনাদারের হিসাব (Debtors Account) ঃ** কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে টাকা পাওনা হলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাবকে ব্যবসায়ের দেনাদার হিসাব বলা হয়। যেমন ঃ কামালের নিকট ১০,০০০ টাকার পণ্য বাকীতে বিক্রয় করা হল। এক্ষেত্রে কামাল ব্যবসার নিকট দেনাদার। তাই কামালের হিসাব দেনাদার হিসাব বলে গণ্য হবে।

২) **পাওনাদার হিসাব (Creditors Account) ঃ** কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যবসায় দেনা থাকলে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাবকে পাওনাদার হিসাব বলা হয়। যেমন ঃ জামালের নিকট থেকে বাকীতে পণ্য ক্রয় করা হল। এখানে জামাল ব্যবসায়ের কাছে পাওনাদার। তাই জামালের হিসাব পাওনাদার হিসাব বলে গণ্য হবে।

খ) **অব্যক্তিক হিসাব (Impersonal Account) ঃ** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে নয় এমন সব হিসাবকে অব্যক্তিক হিসাব বলে। অব্যক্তিক হিসাব দু'রকমের হয়। যথা ঃ ১) সম্পত্তিবাচক হিসাব এবং ২) নামিক বা আয়-ব্যয় বাচক হিসাব।

১) **সম্পত্তিবাচক হিসাব (Real Account) ঃ** কোন বস্তু বা সম্পত্তির নামের হিসাবকে সম্পত্তিবাচক হিসাব বলে। যেমন ঃ দালান হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব, নগদ হিসাব ইত্যাদি।

২) **নামিক হিসাব (Nominal Account) ঃ** ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়, ব্যয়, লাভ-লোকসান ইত্যাদি হিসাবকে নামিক বা আয়-ব্যয় বাচক হিসাব বলে। যেমন ঃ বেতন হিসাব, বিজ্ঞাপন হিসাব, ভাড়া হিসাব, প্রাপ্ত কমিশন হিসাব ইত্যাদি। নামিক হিসাব মালিকানা হিসাব নামে পরিচিত, কারণ এগুলো মালিকানা স্বত্ব তথা মূলধনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। নামিক হিসাব দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-আয় হিসাব ও ব্যয় হিসাব। আয় সংক্রান্ত হিসাবকে আয় হিসাব বলে। এ আয় অর্থ মুনাফা নয়। অর্থের আগমনজনিত লেনদেনই আয়। যেমন ঃ বিক্রয় হিসাব, বাট্টা প্রাপ্তি হিসাব ইত্যাদি। অন্যদিকে ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবগুলোকে ব্যয় হিসাব বলে। যেমন ঃ ক্রয় হিসাব, মজুরী হিসাব ইত্যাদি।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের যাবতীয় হিসাব ব্যক্তিবাচক হিসাব, বস্তু ও সম্পত্তির নামের যাবতীয় হিসাব সম্পত্তি বাচক হিসাব এবং আয় ও ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব নামিক হিসাবরূপে গণ্য করা হয়।

নিম্নে ছকে হিসাবের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল ঃ

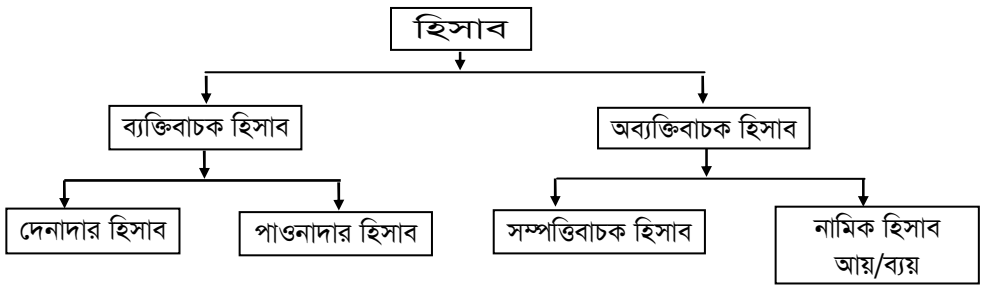

হিসাবের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ (Modern Classification of Account)

আধুনিক হিসাববিজ্ঞানীরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট হিসাবকালীন আর্থিক বিবরণী (আয় বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র) অনুসারে হিসাবের শ্রেণীবিভাগ করে থাকেন। তাঁরা হিসাবকে দু'ভাগে ভাগ করেন। যথা-ক) উদ্বৃত্তপত্র হিসাব ও খ) আয় বিবরণী হিসাব

ক) **উদ্বৃত্তপত্র হিসাব (Balance Sheet Account) ঃ** উদ্বৃত্ত পত্রে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ব্যবসার মোট সম্পত্তি, দায় ও মূলধনের পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হিসাব সমীকরণ (সম্পত্তি=দায়+মূলধন)। অনুসারে উদ্বৃত্তপত্র হিসাবকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-১) সম্পত্তি হিসাব ২) দায় হিসাব ও ৩) মূলধন হিসাব।

১) **সম্পত্তি হিসাব (Asset Account) ঃ** সম্পত্তিসমূহের নামে যে সমস্ত হিসাব প্রস্তুত করা হয়, তা সম্পত্তিবাচক হিসাব। যেমন ঃ নগদ হিসাব, যন্ত্রপাতি হিসাব ইত্যাদি।

২) **দায় হিসাব (Liability Account) ঃ** ব্যবসার নিকট তৃতীয় পক্ষের অধিকার বা দাবীকে দায় বলে। দায় সংক্রান্ত হিসাবগুলোই দায় হিসাব। যেমন ঃ পাওনাদার হি সাব, ঋণ হিসাব, প্রদেয় বিল হিসাব ইত্যাদি।

৩) **মূলধন হিসাব (Capital Account) ঃ** ব্যবসায় বিনিয়োজিত মালিকের মূলধন ও অর্জিত মুনাফার উপর মালিকের অধিকার রয়েছে। এই অধিকার মালিকানা স্বত্ব বা মূলধন। এই জন্য যে হিসাব রাখা হয় তাকে মূলধন হিসাব বলে। উত্তোলন ও ব্যয়ের দ্বারা মূলধন হ্রাস পায় এবং আয় দ্বারা মূলধন বৃদ্ধি পায়।

খ) **আয় বিবরণী হিসাব (Income Statement Account) ঃ** আয় ও ব্যয় (নামিক) হিসাবসমূহ আয় বিবরণী হিসাব নামে পরিচিত। এর মধ্যে ১) আয় ও ২) ব্যয় হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

১) **আয় হিসাব (Income Account) ঃ** ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয় সংক্রান্ত হিসাবসমূহ এই শ্রেণীভুক্ত। যেমন ঃ বিক্রয় হিসাব, প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব, ভাড়া প্রাপ্তি হিসাব ইত্যাদি।

২) **ব্যয় হিসাব (Expense Account) ঃ** ব্যবসায়ের ব্যয়সমূহের জন্য যে হিসাব প্রস্তুত করা হয় তাকে ব্যয় হিসাব বলে। যেমন ঃ ভাড়া হিসাব, ক্রয় হিসাব ইত্যাদি।

নিম্নে ছকে হিসাবের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল ঃ

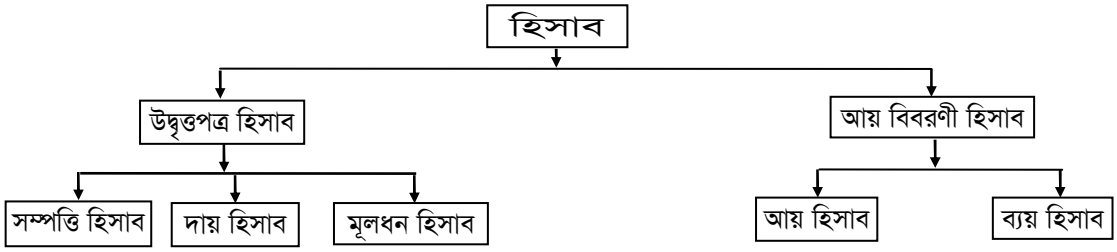

পাঠ সংক্ষেপ

- সাধারণ অর্থে লেনদেনের দুটি পক্ষের এক একটিকে হিসাব বলে। বিশেষ অর্থে সমজাতীয় লেনদেনসমূহ একত্রিত করে একটি নির্দিষ্ট শিরোনামে যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাকে হিসাব বলে। হিসাব প্রথাগতভাবে তিন প্রকার। যথা-ব্যক্তিবাচক, সম্পত্তিবাচক ও নামিক হিসাব। আধুনিক অর্থে হিসাব পাঁচ প্রকার। যথা ঃ সম্পত্তি হিসাব, দায় হিসাব, মূলধন হিসাব, আয় হিসাব ও ব্যয় হিসাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, দায়, সম্পত্তি ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় লেনদেনের সংক্ষিপ্ত ও বিন্যাসকৃত বিবরণীকে বলে -
ক) জাবেদা খ) খতিয়ান
গ) রেওয়ামিল ঘ) হিসাব।

২। হিসাবের T ছকে কলাম সংখ্যা-
ক) ৬টি খ) ৮টি
গ) ১০টি ঘ) ১২টি।

৩। হিসাবের চলমান ছকে কলাম সংখ্যা-
ক) ৫টি খ) ৬টি
গ) ৭টি ঘ) ৮টি।

৪। লেনদেনের দু'টি পক্ষের একেকটিকে বলে -
ক) হিসাব খ) দ্বৈত হিসাব
গ) পাওনাদার ঘ) তৃতীয় পক্ষ।

৫। হিসাবের প্রধান দু'টি শ্রেণী হচ্ছে
ক) ব্যক্তিবাচক ও সম্পত্তিবাচক হিসাব খ) ব্যক্তিবাচক ও অব্যক্তিবাচক হিসাব
গ) আয় বাচক ও ব্যয়বাচক হিসাব ঘ) দেনাদায়বাচক ও পাওনাদার বাচক হিসাব।

৬। অব্যক্তিবাচক হিসাবের দু'টি শ্রেণী হচ্ছে -
ক) আয় বাচক ও ব্যয় বাচক হিসাব খ) সম্পত্তি বাচক ও নামিক হিসাব
গ) দেনাদার বাচক ও পাওনাদার হিসাব ঘ) সম্পত্তি বাচক ও দায় হিসাব।

৭। কোন দু'টি ব্যক্তিবাচক হিসাব?
ক) আয় ও ব্যয় হিসাব খ) দেনাদার ও পাওনাদার হিসাব
গ) সম্পত্তি ও নামিক হিসাব ঘ) দায় ও মূলধন হিসাব।

৮। ব্যক্তিবাচক হিসাবের উদাহরণ হল -
ক) হাবিব হিসাব, যমুনা লিঃ হিসাব খ) জনতা ব্যাংকে হিসাবে ও সিটি কলেজ হিসাব
গ) মূলধন হিসাব ও উত্তোলন হিসাব ঘ) সবগুলোই।

৯। কোনটি সম্পত্তিবাচক হিসাবের উদাহরণ নয়?
ক) নগদ হিসাব, ব্যাংক হিসাব খ) যন্ত্রপাতি হিসাব, দালান হিসাব
গ) বিনিয়োগ হিসাব, মজুত হিসাব ঘ) উত্তোলন হিসাব, ঋন হিসাব।

১০। কোনটি নামিক হিসাবের উদাহরণ ?
ক) বেতন হিসাবে, মজুরী হিসাব খ) বাট্টা হিসাব, কমিশন হিসাব
গ) অবচয় হিসাব, অনাদায়ী হিসাব ঘ) সবগুলোই।

১১। আধুনিক দৃষ্টিতে হিসাবে দু'টি শ্রেণী হলো -
ক) আয় ও ব্যয় হিসাব খ) উদ্বৃত্তপত্র ও আয় বিবরণী হিসাব
গ) মূলধন ও দায় হিসাব ঘ) দেনাদার ও পাওনাদার হিসাব

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. হিসাব বলতে কি বুঝায় ? হিসাব কত প্রকার ও কি কি ?
২. প্রচলিত ও আধুনিক দৃষ্টিতে হিসাব ছকের নমুনা দেখান।
৩. হিসাবের শ্রেণী বিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

পাঠ-২

বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাব চিহ্নিতকরণ
Identifiation of Accounts of Different Class

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি

- লেনদেনের দু'টি পক্ষ বা হিসাব নির্ণয় করতে পারবেন
- বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাব চিহ্নিত করতে পারবেন

লেনদেন থেকে হিসাব খাত নির্ণয় (Accountainment of Account from Transactions)
হিসাব বিজ্ঞানের দ্বৈত সত্তা ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ থাকবে। এক পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করবে এবং অপর পক্ষ সুবিধা প্রদান করবে। লেনদেনের এই দুটি পক্ষকে হিসাব বা হিসাব খাত বলা হয়। প্রতিটি লেনদেন হিসাবভুক্ত করার আগে সংশ্লিষ্ট হিসাবখাত দু'টি নির্ণয় করতে হয়। কিভাবে লেনদেন থেকে সংশ্লিষ্ট হিসাব নির্ণয় করতে হয় তা উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো ঃ

ক্রমিক	লেনদেন	সংশ্লিষ্ট হিসাব	ব্যাখ্যা
১.	জনাব মাসুম ১,০০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব	নগদ অর্থ ব্যবসায়ে মূলধন হিসেবে এল
২.	অগ্রনী ব্যাংকে নগদ ৫০,০০০ টাকা দিয়ে একটি চলতি হিসাব খোলা হল	ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব	নগদ অর্থ চলে যাচ্ছে, ব্যাংক অর্থ গ্রহণ করছে
৩.	নিজামের কাছ থেকে বাকীতে ১০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হল	আসবাবপত্রের হিসাব নিজাম হিসাব	সম্পদ এসেছে এবং দায় বেড়েছে
৪.	নগদ মূল্যে ১৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হল	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব	পণ্য আসছে, নগদ অর্থ যাচ্ছে
৫.	কবিরের নিকট থেকে ৫,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য বাকীতে ক্রয় করা হল	ক্রয় হিসাব কবিরের হিসাব	পণ্য এসেছে এবং কবিরের নিকট দায় বেড়েছে
৬.	১০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য নগদ বিক্রয় করা হল	নগদান হিসাব বিক্রয় হিসাব	নগদ টাকা এসেছে আর পণ্য চলে গেছে
৭.	খায়রুল এন্ড কোং এর নিকট ৫,০০০ টাকার পণ্য বাকীতে বিক্রয় করা হল	খায়রুল এন্ড কোং হিসাব বিক্রয় হিসাব	পাওনা বাড়ছে, পণ্য চলে যাচ্ছে
৮.	ভাড়া বাবদ নগদ প্রদান ১০,০০০ প্রদান করা হল	ভাড়া হিসাব নগদান হিসাব	ভাড়া একটি খরচ যা নগদ অর্থে চলে যাচ্ছে
৯.	বেতন প্রদান করা হল ৭,৫০০ টাকা	বেতন হিসাব নগদান হিসাব	বেতন একটি খরচ যা নগদ অর্থে চলে গেছে
১০.	বীমা সেলামী বাবদ ২০০ টাকা প্রদান করা হল	বীমা সেলামী হিসাব নগদান হিসাব	বীমা সেলামী বাবদ অর্থ চলে গেছে

বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাব চিহ্নিতকরণ (Identification of Different classes Accounts)
সনাতন পদ্ধতিতে হিসাব তিন প্রকার। যথা ঃ ব্যক্তিবাচক, সম্পত্তিবাচক ও নামিক হিসাব। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের হিসাবকে ব্যক্তিবাচক হিসাব, সম্পত্তির নামের হিসাবকে সম্পত্তি বাচক হিসাব এবং আয়-ব্যয় জাতীয় হিসাবকে নামিক হিসাব বলে।

আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব চার রকম। যথা-সম্পত্তি, দায়, আয় ও ব্যয় হিসাব। সনাতন ও আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাব বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করতে হয় যা উদাহরণসহ নিম্নে দেখান হল ঃ

হিসাবের নাম	হিসাবের শ্রেণীবিভাগ		কারণ
	সনাতন	আধুনিক পদ্ধতি	
মূলধন হিসাব	ব্যক্তিবাচক হিসাব	মূলধন হিসাব	মূলধন হিসাব মালিকের ব্যক্তিগত হিসাব। আবার মূলধন উদ্বৃত্তপত্রের অংশ। ইহা কোন ব্যক্তির অর্থ বা সম্পদ যা মূলধন আকারে এসেছে।
ক্রয় হিসাব	নামিক হিসাব	ব্যয় হিসাব	ক্রয় দ্বারা খরচ বুঝায় বলে নামিক হিসাব। ইহা একটি ব্যয়।
বিক্রয় হিসাব	নামিক হিসাব	আয় হিসাব	বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় হয় বলে নামিক হিসাব। আবার বিক্রয়ের ফলে পণ্য কমে যায় তাই ইহা সম্পত্তি হিসাব।
নগদান হিসাব	সম্পত্তিবাচক হিসাব	সম্পত্তি হিসাব	নগদান হিসাব দ্বারা নগদ টাকার বৃদ্ধি-হ্রাস বুঝায়। নগদ টাকা ব্যবসার একটি সম্পত্তি
ব্যাংক হিসাব	ব্যক্তিবাচক হিসাব	সম্পত্তি হিসাব	ব্যাংক একটি প্রতিষ্ঠান, এজন্য ব্যাংক হিসাব ব্যক্তিবাচক হিসাব। ব্যাংক জমা ব্যবসায়ের সম্পত্তি
আসবাবপত্র হিসাব	সম্পত্তিবাচক হিসাব	সম্পত্তি হিসাব	আসবাবপত্র ব্যবসার একটি সম্পত্তি
বেতন হিসাব	নামিক হিসাব	ব্যয় হিসাব	বেতন ব্যবসার একটি খরচ
দেনাদার হিসাব	ব্যক্তিবাচক হিসাব	সম্পত্তি হিসাব	দেনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাই ব্যক্তিবাচক হিসাব। আবার দেনাদারদের কাছে প্রতিষ্ঠান টাকা পাবে তাই ইহা ব্যবসায়ের সম্পত্তি।
পাওনাদার হিসাব	ব্যক্তিবাচক	দায় হিসাব	যাদের থেকে বাকীতে পণ্য ক্রয় করা হয় তাদের পাওনাদার বলে। পাওনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বলে ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং প্রতিষ্ঠানের কাছে টাকা পাবে বিধায় দায়।
ঋণ হিসাব	ব্যক্তিবাচক হিসাব	দায় হিসাব	প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ নেয়া হয় তাই এটি ব্যক্তিবাচক হিসাব। আবার ঋণ ব্যবসার একটি দায় বিধায় দায় হিসাব।
উত্তোলন হিসাব	ব্যক্তিবাচক হিসাব	মূলধন হিসাব	মালিক পণ্য বা অর্থ ব্যবসায় থেকে উত্তোলন করলে উত্তোলন হিসাবে লেখা হয়। মালিকের সাথে সম্পর্কিত তাই ব্যক্তিবাচক হিসাব। এটি মালিকের মূলধন কমায় তাই মূলধন হিসাব।
ইসলামী ব্যাংক হিসাব	ব্যক্তিবাচক হিসাব	সম্পত্তি হিসাব বা দায় হিসাব	এটি একটি প্রতিষ্ঠান। এজন্য ব্যক্তিবাচক হিসাব। দেনাদার হলে সম্পত্তি এবং পাওনাদার হলে দায় হিসাব।
নাবিল এন্ড কোং হিসাব	ব্যক্তিবাচক হিসাব	সম্পত্তি হিসাব বা দায় হিসাব	এটি একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। এজন্য এটি ব্যক্তিবাচক হিসাব। দেনাদার হলে সম্পত্তি ও পাওনাদার হলে দায় হিসাব।
অবচয় হিসাব	নামিক হিসাব	ব্যয় হিসাব	ব্যবহারজনিত ও অন্যান্য কারণে স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য হ্রাসকে অবচয় বলে। এটি স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য খরচ।
বিজ্ঞাপন হিসাব	নামিক হিসাব	ব্যয় হিসাব	বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের একটি খরচ। তাই এটি নামিক হিসাব ও ব্যয় হিসাব।
মনিহারী হিসাব	নামিক হিসাব	ব্যয় হিসাব	এটি ব্যবসায়ের একটি খরচ। তাই এটি নামিক হিসাব ও ব্যয় হিসাব।
ক্রয় ফেরত হিসাব	নামিক হিসাব	ব্যয় হিসাব	পণ্য ক্রয় ব্যয় প্রকাশ করে। ক্রয় ফেরত সেই ব্যয় হ্রাস করে। এজন্য এটি নামিক হিসাব ও ব্যয় হিসাব।
বকেয়া খরচ হিসাব	ব্যক্তিবাচক হিসাব	দায় হিসাব	অপরিশোধিত খরচের জন্য ব্যবসায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। তাই ইহা ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং দায় হিসাব।
অগ্রিম খরচ হিসাব	ব্যক্তিবাচক হিসাব	সম্পদ হিসাব	কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রিম দেয়া হয়েছে তাই ব্যক্তিবাচক হিসাব। অগ্রিম খরচ পাওনা বুঝায় বলে সম্পদ হিসাব।
অগ্রিম আয় হিসাব	ব্যক্তিবাচক হিসাব	দায় হিসাব	অগ্রিম প্রাপ্ত আয় অর্জিত হওয়ার আগেই কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত। তাই এটি একটি ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং প্রতিষ্ঠানে দায়। কারণ ইহা ফেরত দিতে বা সমন্বয় করতে হবে।
প্রাপ্য বিল	ব্যক্তিবাচক	সম্পত্তি হিসাব	বিলের টাকা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা। এজন্য

হিসাবের নাম	হিসাবের শ্রেণীবিভাগ		কারণ
	সনাতন	আধুনিক পদ্ধতি	
হিসাব	হিসাব		এটি ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং ব্যবসায়ের নিকট সম্পত্তি।

লেনদেন থেকে হিসাব নির্ণয় ও হিসাবের শ্রেণীবিভাগ (Determination of Accounts from Transaction and Classification of Account) :

প্রতিটি লেনদেনে দু'টি হিসাব অন্তভুক্ত। হিসাবসমূহকে সনাতন ও আধুনিক পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। নিম্নে লেনদেন থেকে হিসাব নির্ণয় ও চিহ্নিত হিসাবের শ্রেণীবিভাগ উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হল ঃ

লেনদেন	সংশ্লিষ্ট হিসাব	হিসাবের শ্রেণী	
		সনাতন	আধুনিক
জনাব কালাম ৫,০০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন।	নগদ মূলধন	সম্পত্তিবাচক ব্যক্তিবাচক	সম্পত্তি হিসাব মূলধন হিসাব
জনাব রফিকের কাছ থেকে ৪০,০০০ টাকা মূল্যের একটি কম্পিউটার ধারে ক্রয় করা হলো।	কম্পিউটার হিসাব রফিক হিসাব	সম্পত্তি হিসাব ব্যক্তিবাচক/পাওনাদার	সম্পত্তি হিসাব দায় হিসাব
নগদ মূল্যে ৮০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।	ক্রয় নগদান	নামিক সম্পত্তিবাচক	ব্যয় হিসাব সম্পত্তি হিসাব
ভাড়া প্রদান করা হল ৫০,০০০ টাকা	ভাড়া নগদান	নামিক সম্পত্তিবাচক	ব্যয় হিসাব সম্পত্তি হিসাব
পণ্য বিক্রয় করা হল ১,৫০,০০০ টাকায়	নগদান বিক্রয়	সম্পত্তিবাচক নামিক	সম্পত্তি হিসাব আয় হিসাব
জনাব কামালের নিকট থেকে ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো ৫০,০০০ টাকা।	ক্রয় কামাল	নামিক পাওনাদার	ব্যয় হিসাব দায় হিসাব
জনাব রফিককে ৪০,০০০ টাকার প্রদেয় বিলে স্বীকৃতি দেয়া হল।	রফিক প্রদেয় বিল	ব্যক্তিবাচক ব্যক্তিবাচক	দায় হিসাব দায় হিসাব
সামির কাছে ধারে পণ্য বিক্রয় করা হলো ৬০,০০০ টাকা	সামি বিক্রয়	ব্যক্তিবাচক নামিক	সম্পত্তি হিসাব আয় হিসাব
আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ৩০,০০০ টাকা	আসবাবপত্র নগদান	সম্পত্তিবাচক সম্পত্তিবাচক	সম্পত্তি হিসাব আয় হিসাব
সামির কাছ থেকে ৩০,০০০ টাকা পাওয়া গেল	নগদান সামি	সম্পত্তিবাচক ব্যক্তিবাচক	সম্পত্তি হিসাব সম্পত্তি হিসাব
কমিশন পাওয়া গলে ৫,০০০ টাকা	কমিশন নগদান	নামিক সম্পত্তিবাচক	আয় হিসাব সম্পত্তি হিসাব
জনাব কালাম নিজ প্রয়োজনে ব্যবসা থেকে ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করলেন	উত্তোলন নগদান	ব্যক্তিবাচক সম্পত্তিবাচক	মূলধন হিসাব সম্পত্তি হিসাব
জনতা ব্যাংকে ৫০,০০০ টাকা জমা দিয়ে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হলো।	ব্যাংক নগদান	ব্যক্তিবাচক সম্পত্তিবাচক	সম্পত্তি হিসাব সম্পত্তি হিসাব

পাঠ সংক্ষেপ

- প্রতিটি লেনদনে দু'টি পক্ষ বা হিসাব অর্ন্তভুক্ত। লেনদেন হিসাবভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট হিসাব নির্ণয় ও শ্রেণীবিভাগ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.২

ব্যবহারিক প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাখ্যাসহ নিম্নলিখিত হিসাবগুলোর শ্রেণীবিভাগ দেখান ঃ

ক) মূলধন হিসাব	খ) যন্ত্রপাতি হিসাব	গ) বশির হিসাব	ঘ) মজুরী হিসাব
ঙ) নগদ হিসাব	চ) অগ্রিম ভাড়া হিসাব	ছ) আল্-আরাফাহ্ ব্যাংক হিসাব	জ) ক্রয় হিসাব
ঝ) বিক্রয় হিসাব	ঞ) আল্পনা ষ্টোর্স হিসাব	ট) প্রদেয় বিল হিসাব	ঠ) বকেয়া বেতন হিসাব
ড) বিনিয়োগ হিসাব	ঢ) অগ্রিম বীমা হিসাব	ন) উত্তোলন হিসাব।	

২। জনাব নিজামীর ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ সংঘটিত হয়। লেনদেনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহ নির্ণয় করুন এবং হিসাবসমূহের প্রচলিত ও আধুনিক শ্রেণীবিভাগ দেখান।

ক) জনাব নিজামী ১০,০০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন।
খ) ৫,০০,০০০ টাকা দিয়ে একটি দালান ক্রয় করলেন।
গ) ১,০০,০০০ টাকা জমা দিয়ে ইসলামী ব্যাংকে একটি হিসাব খুললেন।
ঘ) নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয় করলেন ১,৫০,০০০ টাকা।
ঙ) নগদে পণ্য বিক্রয় করলেন ৮০,০০০ টাকা।
চ) মজুরী প্রদান করা হল ১০,০০০ টাকা।
ছ) বাকীতে পণ্য ক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
জ) জনাব মেজবাকে ২০,০০০ টাকা ধার দেয়া হল।
ঝ) অগ্রিম বেতন প্রদান করা হল ১৫,০০০ টাকা।
ঞ) আকরামের নিকট থেকে বাকীতে পণ্য ক্রয় ১,০০,০০০ টাকা।
ট) জনাব নিজামী নিজ প্রয়োজনে কারবার থেকে ২০,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করলেন।
ঠ) কমিশন পাওয়া গেল ২৫,০০০ টাকা।
ড) বাট্টা প্রদান করা হল ১৫,০০০ টাকা।
ঢ) আসাদের নিকট থেকে ৫০,০০০ টাকা পাওয়া গেল।
ণ) আকরামকে ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হল।

৩। নিম্নোক্ত লেনদেনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহের নাম ও শ্রেণী উল্লেখ করুন

ক) ব্যবসায়ে মূলধন আনায়ন	খ) পণ্য ক্রয় করা হল	গ) পণ্য বিক্রয় করা হল
ঘ) ভাড়া প্রাপ্তি	ঙ) ধারে পণ্য ক্রয়	চ) কল্যাণ তহবিলে দান
ছ) পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয়	জ) পাওনাদারদের নিকট থেকে টাকা প্রাপ্তি	ঝ) পরিবহন খরচ পরিশোধ করা হল
ঞ) বীমা প্রিমিয়াম প্রদত্ত হল	ট) আমদানী শুল্ক প্রদান করা হল	ঠ) বাট্টা পাওয়া গেল
ড) অনাদায়ী দেনা ধার্য করা হল	ঢ) ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেয়া হল।	ণ) পণ্য উত্তোলন করা হল।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ-৩.১

১। ঘ, ২। খ, ৩। খ, ৪। ক, ৫। খ, ৬। খ, ৭। খ, ৮। ঘ, ৯।ঘ, ১০। খ।